অ্যাভোকাডোর চাষে আশার আলো

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : দামি ফল হিসেবে পরিচিত অ্যাভোকাডোর চাষ শুরু হল কোচবিহারে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এই চাষের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। তার জন্য কর্ণাটকের কুর্গ থেকে ৫০টি অ্যাভোকাডোর চারা কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বলরামপুরে একটি সরকারি ফার্মে এই ফলের চাষ হবে। সাফল্য মিললে জেলার কৃষকদের মাধ্যমে অ্যাভোকাডোর চাষ হবে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

কোচবিহারের জেলা শাসক জানান, এই ফলের ভালো চাহিদা ও দাম রয়েছে। জেলার কৃষকদের উন্নতির জন্য এই প্রচেষ্টা বলে জানান তিনি। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎ পাল জানান, জেলা প্রশাসন থেকে চারা পাওয়া গিয়েছে। অ্যাভোকাডো চাষের জন্য জমি তৈরি সহ যাবতীয় কাজ হয়ে গিয়েছে। এই চাষে সাফল্য পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী প্রদ্যুৎবাবু।

পুষ্টিকর ফল হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় অ্যাভোকাডো। এই ফলের চাষ মূলত ঠান্ডা এলাকাতেই হয়। ভারতে তামিলনাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্র

অ্যাভোকাডোর চাষ শুরু হল। –জয়দেব দাস

> জেলা প্রশাসন থেকে চারা পাওয়া গিয়েছে। অ্যাভোকাডো চাষের জন্য জমি তৈরি সহ যাবতীয় কাজ হয়ে গিয়েছে।
>
> – প্রদ্যুৎ পাল
> *রেজিস্ট্রার, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়*

ও কর্ণাটকের কিছু এলাকায় এখন অ্যাভোকাডো চাষ হচ্ছে। গাছ লাগানোর দেড় থেকে দু'বছরের মধ্যে ফল ধরা শুরু হয়। বাংলায় এর আগে কালিম্পং জেলায় ট্রায়াল হিসেবে অ্যাভোকাডো চাষ হয়েছে। এবার কোচবিহারেও এই ফলের চাষ করে দেখা হচ্ছে। বিদেশে জনপ্রিয়তা থাকায় এই ফল চাষ করে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই কোচবিহারে অ্যাভোকাডোর পরীক্ষামূলক চাষ কতটা সফল হয়, তারই অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।

তরুণীর সঙ্গে সিগারেট হাতে নাচলেন তৃণমূল নেতা

মমতারূপী দুর্গামূর্তির সামনে অশালীন নাচ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : গণেশপুজো উপলক্ষ্যে হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি ক্লাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে দুর্গা মূর্তি তৈরি করে তাঁর কোলে গণেশকে বসিয়ে মণ্ডপ সাজিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের পুজো উঠে এসেছিল সংবাদ শিরোনামে। তৃণমূল পরিচালিত ওই ক্লাবের পুজোকে ঘিরেই এবার তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত জলসায় রাতভর চটুল হিন্দি গানের সঙ্গে স্টেজে অশ্লীল নাচ করতে দেখা গেল এলাকার শাসকদলের নেতাদের। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে। নিন্দায় সরব হয়েছে এলাকার বুদ্ধিজীবী মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলি।

ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক দাস জানান, 'আমি ঘটনার কথা শুনেছি। দলকে বদনাম করার জন্য এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে। দল এই ধরনের সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেয় না। দল এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে।'

এবছর হরিশ্চন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরির ময়দানে তৃণমূল পরিচালিত একটি ক্লাব প্রথম গণেশপুজোর আয়োজন করে। প্রথম থেকেই এই গণেশপুজোর থিম অভিনবত্বের জন্য নজর কেড়েছিল সকলের। মণ্ডপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্গার রূপ দিয়ে তাঁর কোলে গণেশকে বসানো হয়েছিল। এই থিম যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছে তেমনি রাজ্যজুড়ে সমালোচনাও হয়েছে। রবিবার রাতে ক্লাব প্রাঙ্গণের মাঠে একটি জলসার আয়োজন করেছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। মানা হয়নি কোনওরকম সামাজিক দূরত্ববিধিও।

রাতভর স্টেজে চলে চটুল হিন্দি গানে জলসার আসর। মুখ্যমন্ত্রীর মূর্তির সামনেই অশালীন গানের তালে তালে চলে চটুল নাচ। রাতভর অশ্লীল পোশাক পরে বাজনার তালে হয় ডান্স। মঞ্চে এক তৃণমূল যুব নেতাকে খালি গায়ে সিগারেট হাতে নাচতে দেখা যায়। দর্শকাসনে তখন বসে রয়েছেন শিশু থেকে বৃদ্ধ। হরিশ্চন্দ্রপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা অনুষ্ঠান উপভোগ করতে এসেছিলেন। কারও মুখে দেখা যায়নি মাস্ক। এমনকি ছিল না শারীরিক দূরত্ববিধি। প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসন্ন, সেখানে কী করে মাস্ক ছাড়া এবং সামাজিক দূরত্ববিধি না মেনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া যেখানে এক যুবককে পিটিয়ে মারার মর্মান্তিক ঘটনার ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, তার মধ্যে কীভাবে এত অমানবিক হতে পারল রাজ্যের শাসকদলের নেতা-কর্মীরা।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনার ভিডিও

তৃণমূল নেতাদের চটুল হিন্দি গানে উদ্দাম নাচ। – সংবাদচিত্র

সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ঘটনাতে নিন্দায় সরব হয়েছে এলাকার বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল। কটাক্ষ করেছে বিজেপি, কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল। ঘটনা সামনে আসতেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তারা। যদিও তৃণমূলের একাংশের দাবি, ভিডিওতে চটুল গানের তালে অশ্লীল নাচ করতে যাঁদের দেখা গিয়েছে, তাঁরা অধিকাংশই বিজেপির কর্মী ছিলেন আগে। এরাই তৃণমূলে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রূপেশ আগরওয়ালা জানান, 'শাসকদল যাঁদের কথা বলছে, তাঁরা আগে বিজেপিতে থেকে দুর্নীতি করার চেষ্টা করেছিলেন। দল এঁদেরকে প্রশ্রয় দেয়নি বলে আজ তাঁরা তৃণমূলে গিয়ে এই ধরনের কার্যকলাপ করছে। তাছাড়া তৃণমূল দলটাই হল অপসংস্কৃতির দল। এদের মধ্যে এই ধরনের কালচার আছে।'

কংগ্রেস নেতা আবদুস সোবান বলেন, 'খুব লজ্জার ব্যাপার। এলাকার ছোট ছোট বাচ্চাদের সামনে এই ধরনের চটুল নাচ পরিবেশন ঠিক হয়নি। তৃণমূলের লোকজনের এই কাজ মেনে নেওয়া যায় না। তাছাড়া একদিকে ওঁদের দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুর্গা সাজিয়ে তাঁরই সামনে চটুলগানের সঙ্গে অশ্লীল নাচ অপসংস্কৃতির পরিচয়।'

তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের যুব সভাপতি জিয়াউর রহমান জানান, এই ঘটনা দল সমর্থন করে না। আমরা দলীয়স্তরে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি।' ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপি জেলা সভাপতি গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল। তিনি জানান, 'রাজ্যজুড়ে তৃণমূল এই ধরনের সংস্কৃতি পালন করছে। হরিশ্চন্দ্রপুরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফেরদৌস বলেন, 'এই ধরনের সংস্কৃতি কখনই মেনে নেওয়া যায় না। বিগত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। যা বাংলা ও বাঙালির কাছে লজ্জার।'

দলীয় নির্দেশ অমান্য, অনাস্থায় অটল বিক্ষুব্ধরা

কুমারগ্রাম, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফের দলীয় নির্দেশ অমান্য করল তিন পঞ্চায়েত সদস্যা। দলের পদাধিকারীদের নির্দেশ মতো সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নেওয়ার কথা থাকলেও এদিন তা বাস্তবায়িত হয়নি। তৃণমূলের তিন পঞ্চায়েত সদস্যা দলের নির্দেশ অমান্য করে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নেননি। যার ফলে বিজেপি, বামফ্রন্ট, নির্দল এবং সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আসা পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যাদের যৌথমঞ্চ ঐক্যবদ্ধভাবে শেষপর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে কি না তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে কুমারগ্রামে।

গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড দখল নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে

প্রত্যাহার অধরা

- সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নেওয়ার কথা ছিল
- তৃণমূলের তিন পঞ্চায়েত সদস্য দলের নির্দেশ অমান্য করে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নেননি
- অনাস্থা প্রস্তাব মঙ্গলবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে জানান ব্লক সভাপতি

রীতিমতো ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে কাদা ছোড়াছুড়িও। দলীয় নির্দেশ অমান্য করায় কি ওই তিন পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে দল? প্রশ্নের জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম অঞ্চল সভাপতি মনোজকুমার দাস বলেন, 'জেলা নেতৃত্ব গোটা বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দলের ব্লক সভাপতিকে দিয়েছেন। জরুরি বৈঠক করে গৃহীত কর্মসূচি মতো সোমবার ঠিক কী কারণে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়নি, সেটা খতিয়ে দেখে দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দেব।' এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায় জানান, 'ব্যক্তিগত কাজে বাইরে ছিলাম। সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। ওই তিনজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দলের প্রধানের বিরুদ্ধে তোলা অনাস্থা প্রস্তাব মঙ্গলবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।'

তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মী জানিয়েছেন, বামফ্রন্ট নীতিগতভাবে আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িক দল বিজেপির বিরোধিতা করে আসছে। তাহলে কীভাবে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে তাঁরা বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানকে সরাতে চাইছেন? এ বিষয়ে আরএসপি নেতা তরুণকুমার দাস বলেন, 'কাদা ছোড়ার আগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ভেবে দেখা উচিত বিজেপির টিকিটে জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যাদের ভাঙিয়ে কীভাবে তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করেছে। সেসময় কি মনে ছিল না এলাকার জনগণ ভোটে কী রায় দিয়েছেন? আমরা বিজেপির সঙ্গে জোট করিনি। দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যৌথমঞ্চ করেছি। গ্রামের উন্নয়নের তাগিদে, সাধারণ মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতেই যৌথমঞ্চ গড়ে লড়াই করছি।'

নয়া কমিটি

কালচিনি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় কালচিনি বাগানের আউট ডিভিশন বোকেন বাড়িতে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভা হয়। সভায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার বার্তা দেন নেত্রীরা। এছাড়াও কালচিনি বাগান আউট ডিভিশনের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ২০ সদস্যের মূল কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন রাহিল তিরকি, সম্পাদক সারদা লামা ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন জ্যোতি ছেত্রী।

এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কালচিনি ব্লক সভানেত্রী মালতী বাকলা, তৃণমূলের জেলা সহ সভানেত্রী ইন্দু রায়, কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিশা লামা প্রমুখ।

বিস্ফোরক মন্তব্য জেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষের

সরকারি দপ্তর ঘুঘুর বাসা

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : বামফ্রন্টের আমলের মতোই তৃণমূল সরকারের আমলেও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরগুলি ঘুঘুর বাসায় পর্যবসিত হয়েছে। সরকারি দপ্তরে গরিব মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। অথচ বিত্তবান মানুষজন এসে তড়িৎগতিতে পরিষেবা পেয়ে যাচ্ছেন। তাই গরিব মানুষের পরিষেবার স্বার্থে প্রয়োজনে জেলা পরিষদের সদস্যরা ব্লকস্তরে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরগুলিতে ধর্না এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি চালাবেন। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ভবনে জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস প্রামাণিক এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন।

এই অভিযোগ শুনে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেছেন, 'জেলা পরিষদের জমি দখল হওয়ার বিষয়টির অভিযোগ যথার্থ। বাম আমল থেকেই জমি দখল শুরু হয়েছে। লাটাগুড়িতে হাটবাবুর কোয়ার্টারে সিপিএমের দপ্তর রয়েছে। জমি দখলের সঙ্গে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ যুক্ত থাকে তাকে রেয়াত করা হবে না। আর কোনও সরকারি কর্মচারী এই কাজে মদত দিয়ে থাকলে, তার বিরুদ্ধেও আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেবাশিসবাবুর অভিযোগ, জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জেলা পরিষদের জমি বেদখল হয়েছে রাজগঞ্জ ব্লকে। জমি বেদখলের বিষয়ে বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও ফল হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। জেলার ৯টি ব্লকেই জেলা পরিষদের জমি দখল হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদেই। অথচ সবকিছু থেকেও এই জেলা পরিষদ আর্থিক সংকটে ভুগছে।

তিনি বলেন, 'অভিষেক তিওয়ারি জেলা শাসক পদে আসীন থাকাকালীন জেলা পরিষদের বেআইনি জমি উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীতে এই কাজ থেমে যায়। বর্তমান জেলা শাসক জেলা পরিষদের জমি উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়েছেন।'

দেবাশিসবাবুর দাবি, জলপাইগুড়ি জেলায় জেলা পরিষদের ন্যূনতম দু'হাজার কোটি টাকার জমি বেহাত হয়েছে। সেই জমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্লকে ব্লকে গরিব মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে মিছিল বের করা হবে বলে তিনি জানান। তাঁরা ঘেরাও করবেন ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে।

অভিযোগ

- ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরগুলি ঘুঘুর বাসায় পর্যবসিত হয়েছে
- সোমবার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস প্রামাণিক এই মন্তব্য করেন
- জমি দখল নিয়েও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন দেবাশিসবাবু

দেবাশিসবাবু বলেছেন, 'অভিষেক তিওয়ারি জেলা শাসক থাকাকালীন সময়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রতিটি ব্লকে জেলা পরিষদের জমি জরিপ করা হবে। কিন্তু সেই জমি জরিপের কাজ হয়নি। আমাদের ভূমি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে স্থির হয়েছে, বিধায়ক, সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদ সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা মিলিত হয়ে বৈঠক করে জমি উদ্ধারের জন্য প্রয়াস নেবেন। এই কাজে যদি কোনও আধিকারিক খামখেয়ালিপনা করেন, আমরা তাঁদেরকে দপ্তরে ঘেরাও করে রাখব।' রাজগঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক রূপক ভাওয়াল এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ফালাকাটায় আধার সংশোধনের জন্য এভাবেই মশারি টাঙিয়ে রাত জাগছেন বাসিন্দারা। – সংবাদচিত্র

আধার সংশোধনের জন্য রাতভর অপেক্ষা

সুভাষ বর্মন ও সুকমল ঘোষ

ফালাকাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : আধার কার্ডে তথ্য ভুল। আর তা সংশোধন করাতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা জনতার। তথ্য সংশোধনের জন্য ফালাকাটার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে সারারাত জেগে অপেক্ষা করছেন মানুষ। লাইনে দাঁড়ানো প্রথম ১৫ জনের আধার তথ্য সংশোধন করা হবে। তাই আগের দিন দুপুর থেকেই লাইন পড়ে যাচ্ছে। এই ভোগান্তি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জাও।

ফালাকাটার বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার অবশ্য বলেন, 'পুলিশকে জানিয়েছি। সুষ্ঠুভাবে যাতে আধার কার্ডের কাজ হয় সেই চেষ্টা চলছে।' এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ব্লক সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, 'রাজ্যে দুয়ারে সরকার ভালোভাবে চলছে। অথচ প্রত্যেক মানুষের জন্য যে আধার কার্ড আবশ্যিক, কেন্দ্রীয় সরকার সেই কাজ করতে পারছে না।' পালটা স্থানীয় প্রশাসনকে দায়ী করে বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মনের বক্তব্য, 'প্রশাসন ঠিকভাবে আধারের কাজ করাতে পারছে না।'

ফালাকাটা উপডাকঘর সহ তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে আধার কার্ডের কাজ হয়। কিন্তু ডাকঘরে এক মাস ধরে আধারের সার্ভার বিকল হয়ে রয়েছে। দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে আগে থেকে নামের তালিকা জমা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সুভাষ কলোনি রোডে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটিতে আধার সংশোধনের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রথম ১৫ জনের আধার তথ্যই সংশোধন করা হচ্ছে। সোমবারের জন্য রবিবার সকাল ১১টা থেকেই লাইনে দাঁড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। রবিবার রাতেও ১৫ জন ব্যাংকের সামনে মশারি টাঙিয়ে বসেছিলেন। চারজন মহিলাও ছিলেন। তবে ব্যাংক চত্বরে দুজন পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হয়।

এত কষ্ট করে রাত জাগার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ক্ষোভ উগরে দেন ব্যাংকের সামনে অপেক্ষারতরা। ফালাকাটা বিডিও অফিসের পাশেই বাড়ি কীর্তন দাসের। তাঁর বক্তব্য, 'ভোটার কার্ডে আমার বয়স ৬২ বছর। কিন্তু আধার কার্ডে বয়স ৫০ বছর রয়েছে। তাই মশারি টাঙিয়ে রাত জাগছি।' একই সমস্যার জন্য চারবার এভাবে রাত জেগে লাইনে অপেক্ষা করেছেন বালাসুন্দরের জগদীশ সান্যাল। আবার নাতনির আধার সংশোধনের জন্য রাত জেগে লাইনে অপেক্ষা করেছেন দিদাও। কিশোরী মনীষা পারভিনের কথায়, 'আমার জন্য দিদা জাহেদা বিবিকে রাত জাগতে হয়েছিল।' তবে সকলেই চাইছেন, এভাবে রাতের পর রাত জাগার পরিবর্তে আধার সংশোধনের বিকল্প ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি

তপন কুমার বিশ্বাস

করণদিঘি, ১৩ সেপ্টেম্বর : চার বছরেও উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রায় দেড় লক্ষ বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। জেলার শ্রমিক সংগঠনগুলি অবিলম্বে মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দুর্দশা ও সমস্যার বিষয়টি মেনে নিয়েছে। জেলার বিড়ি মালিক সমিতির পক্ষে মহঃ সাহাবুদ্দিনের বক্তব্য, 'কীভাবে মজুরি বাড়ানো যায়, বিবেচনা করা হচ্ছে।'

আগামী লোকসভা অধিবেশনে এই কোটপা আইন (সিগারেট অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্ট অ্যাক্ট) পাশ হতে পারে। বর্তমানে এক মুঠোয় ২৫টি বিড়ির দাম ১৫ টাকা। ওই কোটপা আইনের ফলে সমস্ত বিড়ি বিক্রেতা, এমনকি চায়ের দোকানগুলিকেও বিড়ি বিক্রির জন্য লাইসেন্সের আওতায় আনা হতে পারে। এই আইনের জন্য শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি থমকে রয়েছে বলে দাবি।

মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকপক্ষের মজুরি বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটাই উত্তর দিনাজপুর জেলায় কার্যকরী হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোটপা আইন চালু করে বিড়িশিল্পের ওপর নির্দেশ জারি করে, তবে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি বিবেচনা করা মালিকপক্ষের সম্ভব হবে না। শ্রমিক সংগঠনগুলি দাবি, মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে কোটপা আইন কার্যকরী করার সম্পর্ক নেই। সিটুর বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুজিত দেসরকার বলেন, 'মালিকপক্ষ বারবার সান্ত্বনার বাণী শোনালেও মজুরি বাড়ায়নি।' দলের আইএনটিটিইউসির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি একরামুল হকের বক্তব্য, '২০১৮ সালের জানুয়ারিতে শেষবার মজুরি বৃদ্ধির চুক্তি হয়েছিল। তারপর আর কোনও মজুরি বাড়েনি।' করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালও দাবিকে সমর্থন করেছেন।

আজও জয়গাঁয় চালু হয়নি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

সমীর দাস

জয়গাঁ, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রায় তিন বছর আগে জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলন টার্নিং সংলগ্ন খোকলাবস্তি এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির কাজ শুরু করেছিল জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ। প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের তরফে বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, গত বছর দুর্গাপুজোর পর চালু করা হবে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড। বছর ঘুরে আরেকটি দুর্গাপুজো আসন্ন। তবে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

শহরের বিভিন্ন এলাকার আবর্জনা জেডিএ ও ব্যবসায়ী সমিতির তরফে সংগ্রহ করে ছোট মেচিয়াবস্তির কাছে তোর্ষা নদীর ধারে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হলে জয়গাঁ ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই শহরের সৌন্দর্যায়নের পথে জঞ্জাল বাধা হয়ে দাঁড়বে না বলে আশা বাসিন্দাদের। তবে খোকলাবস্তির নির্মীয়মাণ ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হলেও সেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ না হলে দূষণ ছড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই।

স্থানীয় বাসিন্দা সুবল লামা বলেন, 'এলাকায় দূষণ ছড়াবে, এই আতঙ্কে আমরা চাইনি এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হোক। পরে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ করা হবে, দূষণও ছড়াবে না। দ্রুত ডাম্পিং গ্রাউন্ড চালু হলে এলাকায় আবর্জনা ফেলার সমস্যা মিটত।' জেডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৪ একর জমির ওপর ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শেষের পথে। সেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু করা হবে। প্রকল্পটির তদারকি করছেন জেডিএ'র অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ

কাজে বিলম্ব

- প্রায় তিন বছর আগে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির কাজ শুরু করেছিল জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ
- গত বছর দুর্গাপুজোর পর ডাম্পিং গ্রাউন্ড চালু হওয়ার আশ্বাস মিলেছিল
- এক বছর ঘুরতে চললেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি
- আবর্জনা ফেলা হচ্ছে ছোট মেচিয়াবস্তির কাছে তোর্ষা নদীর ধারে

অফিসার ভূষণ শেরপা। তিনি বলেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তৈরির কাজ শেষের পথে। সামনের রাস্তা তৈরির জন্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

ঘোষণার পরেও শুরু হয়নি সেতু নির্মাণ

ময়নাগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে নেওড়া নদীর সেতু ও সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের সূচনার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল এসজেডিএ'র তরফে। এক বছরের মধ্যে সেতু নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত সেই কাজ শুরুই হয়নি। বাধ্য হয়েই ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপাড়ায় নেওড়া নদীর ওপর থাকা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন প্রায় ৩০ হাজার মানুষ। এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, কেন সেতু তৈরির কাজ শুরু হল না, তা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই বৌলবাড়ি কুমারপাড়ার নেওড়া নদীতে সেতুর দাবিতে সরব এলাকাবাসী। নেওড়ার উপর সেতু না থাকায় স্থানীয়রা ছাড়াও রাখালহাট, আমগুড়ি ও রামশাইয়ের বাসিন্দারা দুর্ভোগে পড়েছেন। বর্ষার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়। তবে নদীতে জল বাড়লে ভেসে যায় সেই সাঁকো। তখন এলাকার বাসিন্দাদের প্রায় ৮ কিমি ঘুরপথে সিঙ্গিমারি হয়ে যাতায়াত করতে হয়। তবে নড়বড়ে এই সাঁকো পারাপারে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। রোগীদের ওই পথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভোগান্তি বাড়ে। কৃষকরাও বাজারে পণ্য নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন। বিষ্ণুপদ রায়, নারায়ণ সরকার, দিলীপ কবিরাজ প্রমুখ এলাকাবাসী দ্রুত সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, সেতু তৈরি হবে বলে গত বছরের সাঁকো মেরামত হয়নি।

ঝুঁকির যাত্রা

- ফেব্রুয়ারিতে সেতু নির্মাণের সূচনার কথা ঘোষণা এসজেডিএ'র
- আজও সেই কাজ শুরু হয়নি
- বাধ্য হয়ে ভাঙা সাঁকো দিয়ে নেওড়া পারাপার চলছে

ভাঙা সাঁকো দিয়েই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলছে। ফলে যে কোনও সময় সেটি ভেঙে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কবে সমস্যা মেটে, সেইদিকে তাকিয়ে সকলে।

বাঁশের সাঁকো ভেঙে বিপত্তি ঝাড়মাঝগ্রামে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৩ সেপ্টেম্বর : নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা বলতে বাঁশের সাঁকো। গত বর্ষায় সেটিও ভেঙে গিয়েছে। ফলে ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়গ্রামে নদী পারাপার একপ্রকার বন্ধ।

দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি সময় ধরে স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি উঠলেও তা প্রশাসন এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে ক্ষোভের পাহাড় জমেছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে জানানো হবে।'

জানা গিয়েছে, স্থায়ী কোনও সেতু না থাকায় ভেড়ভেড়ি নদীর উপর দিয়ে পারাপারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একটি বাঁশের সাঁকো বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবার বর্ষায় সেই সাঁকো জলের তোড়ে ভেসে যায়। দুর্বল বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়েই এলাকার তিন হাজারেরও বেশি মানুষ সাইকেল, বাইক নিয়ে যাতায়াত করেন। মাসকয়েক আগে নদী পারাপারের একমাত্র সম্বল সাঁকোটি পুরোপুরি ভেঙে যাওয়ায় নদী পারাপার কার্যত বন্ধ বাসিন্দাদের। ফলে ঘুরপথে বাসিন্দাদের দৈনন্দিন কাজ করতে যেতে হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, ভেড়ভেড়ি নদীর উপর সেতু হলে শুধু ঝাড়মাঝগ্রামের বাসিন্দারাই নয়, ধরমপুর, কোদালকাটি, মহুয়াগোড়, কাঁঠালগুড়ি, ঝাঁকপাড়া, নেওড়া সহ বহু গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। গ্রামবাসী বাবুলাল মার্ডি বলেন, 'ভোটের সময় নেতারা এসে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে যান। ভোট যেই মিটে যায় তখন তাঁদের দেখা আর পাওয়া যায় না। শীতের সময় বলতে গেলে নদীতে জল থাকে না। বর্ষায় নদী ভয়ংকর রূপ নেয়। প্রতিবার বর্ষায় জলের তোড়ে বাঁশের সাঁকো ভেসে যায়। তখন রীতিমতো সাঁতার কেটে পার হতে হয়।'

সাঁকো নেই। যাতায়াত বন্ধ গ্রামবাসীদের। – সংবাদচিত্র

আরেক বাসিন্দা মহম্মদ দেবারু বলেন, 'দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রামবাসীদের প্রতিদিনই ক্রান্তি, মালবাজারে যেতে হয়। বাঁশের সাঁকোটিও ভেঙে যাওয়ায় অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বসুন্ধরা দাস বলেন, 'বাঁশের সাঁকো আমরা তৈরি করে দিই। পাকা সেতু করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্থায়ী সেতু করার মতো সামর্থ্যও নেই আমাদের। বিষয়টা আমাদের মাথায় রয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন সেতু নির্মাণের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।